জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৫ সংক্রান্ত প্রস্তাব

০১। গ্রেডের সংখ্যা

১.১ বিদ্যমান গ্রেডের সংখ্যা: ২০ (১-২০)

১.২ প্রস্তাবিত গ্রেডের সংখ্যা: ২০ (১-২০)

যেহেতু ১৯৭৭ সাল (২য় পে স্কেল) থেকে বাংলাদেশে ২০ টি গ্রেড প্রচলিত আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও মানদণ্ডে গ্রেডভিত্তিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তাই গ্রেডভিত্তিক শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান গ্রেডের সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

০২। এন্ট্রি পদের গ্রেড

২.১ বিদ্যমান এন্ট্রি পদের গ্রেড: ২০-০৯

২.২ প্রস্তাবিত এন্ট্রি পদের গ্রেড: ২০, ১৮, ১৬, ১৪, ১২, ১০, ৯, ৭

(ক) ১০ম গ্রেড: বিদ্যমান ১০ম গ্রেডের এন্ট্রি হবে ১০ম গ্রেডে

(খ) ৯ম গ্রেড: ক্যাডার পদ ব্যতীত বিদ্যমান অন্যান্য ৯ম গ্রেডের এন্ট্রি হবে ৯ম গ্রেডে

(গ) ৭ম গ্রেড: ক্যাডার পদের এন্ট্রি হবে ৭ম গ্রেডে

গ্রেডভিত্তিক শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড আরও শক্তিশালী করা, নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং পরবর্তী পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য এন্ট্রি পদের গ্রেড প্রস্তাবিত গ্রেডসমূহে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

০৩। পদোন্নতি

৩.১ বিদ্যমান ব্যবস্থা:

বর্তমানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই, ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৬তম বা ১৫তম গ্রেড থেকে সরাসরি ১০ম বা ৯ম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে বা ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমগ্র চাকরি জীবনে কোনো পদোন্নতি না পেয়ে একই পদ বা গ্রেড থেকে অবসরে যেতে হচ্ছে।

৩.২ পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব:

সকল গ্রেডের কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমান/ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.২.১ যে পদেই যোগদান হোক না কেন পদোন্নতির সংখ্যা হবে ৪/৫/৬ টি (অন্তত ৪ টি)

৩.২.২ সকল গ্রেডের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট 'প্রমোশন ট্রি' (Promotion Tree)থাকবে। যেমন-

(ক) ২০>১৯>১৮>১৭>১৬

(খ) ১৮>১৭>১৬>১৫>১৪

(গ) ১৬>১৫>১৪>১৩>১২>১১

(ঘ) ১৪>১৩>১২>১১>১০>৯

পটভূমি

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে জাতীয় পে কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশন আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দেবে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ইতোমধ্যে দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেলেও সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পায়নি। ক্রমবর্ধমান এ জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা আশু প্রয়োজন। অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি আমলে নিয়ে এ বিষয়ে সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন কর্তৃক এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনার খসড়া করা হয়েছে।

(ঙ) ১২>১১>১০>৯>৮>৭

(চ) ১০>৯>৮>৭>৬>৫

(ছ) ৯>৮>৭>৬>৫>৪

(জ) ৭>৬>৫>৪>৩>২>১ (ক্যাডার পদ)

৩.২.৩ কোনো ধরনের ব্লক পোস্ট থাকবে না। যেমন ২০তম গ্রেডে ড্রাইভার পদে যোগদানকারী কর্মচারী ড্রাইভার (গ্রেড ১৯), ড্রাইভার (গ্রেড ১৮), ড্রাইভার (গ্রেড ১৭), ড্রাইভার (গ্রেড ১৬) হিসেবে পদোন্নতি পাবে।

৩.২.৪ পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জিত হলে এবং কোনো অযোগ্যতা না থাকলে অবশ্যই পদোন্নতি দিতে হবে।

৩.২.৫ পদোন্নতির চাকরিকাল: পদোন্নতির ন্যূনতম চাকরিকাল হবে নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

১ম পদোন্নতি: ৫ বছর

২য় পদোন্নতি: ৫ বছর

৩য় পদোন্নতি: ৫/৪/৩ বছর

৪র্থ পদোন্নতি: ৪/৩ বছর

৫ম পদোন্নতি: ৪/৩ বছর

উল্লেখ্য যে, ক্যাডার পদে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পদোন্নতির জন্য ন্যূনতম চাকরিকাল হবে ৩ বছর, অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫/৪ বছর।

০৪। বেতন কাঠামো

৪.১ বিদ্যমান ব্যবস্থা:

২০১৫ সালের ৮ম পে স্কেলের আওতায় বর্তমানে ২০ টি গ্রেডের বেতন কাঠামো চালু আছে যেখানে ২০তম গ্রেডে সর্বনিম্ন বেতন ৮২৫০ টাকা এবং ১ম গ্রেডে বেতন ৭৮০০০ টাকা (নির্ধারিত)। এছাড়াও সিনিয়র সচিব/সমমান ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব/সমমান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বেতন যথাক্রমে ৮২০০০ টাকা ও ৮৬০০০ টাকা। এছাড়াও ৫% হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ধাপ নির্দিষ্ট করা আছে যা মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম। সকল গ্রেডের ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ৫% হওয়ায় নিম্ন গ্রেডের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যৌক্তিক হারে বেতন বৃদ্ধি হয় না। এছাড়াও একজন কর্মচারী কোনো বেতন গ্রেডের শেষ ধাপে পৌঁছানোর পর পরবর্তী পদোন্নতি না হলে তার বেতন বৃদ্ধির আর কোনো সুযোগ নেই।

২০১৫ সালের ৮ম পে স্কেলে বেতন কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) ধরা হয়েছিল ১.৮৮-২.০১। ফলে বেতনের অনুপাত ছিল নিম্নরূপ:

(ক) গ্রেড ২০ : গ্রেড ০৯ = ১ : ২.৬৭

(খ) গ্রেড ২০ : গ্রেড ০১ = ১ : ৯.৪৫

(গ) গ্রেড ২০ : সুপার গ্রেড = ১ : ১০.৪২

৪.২ বেতন কাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাব:

২০১৫ সালের ৮ম পে স্কেলের পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত প্রায় ০৬ (ছয়) বছর পর পর নতুন পে স্কেল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সে হিসেবে ২০২১ সালে ৯ম পে স্কেল চালু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা প্রণয়ন করা হয়নি। বিগত দশ বছরে নিম্নোক্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

- Inflation rate in 2015: 6.41%
- Inflation rate in 2025: 9.98%
- Cumulative Inflation Factor: 2.12
- Dollar Inflation Factor: 1.62
- Gold Value Inflation Factor: 4.85
- Rice Value Inflation Factor: 1.85-2.0
- Beef Value Inflation Factor: 2.15

বিগত বছরগুলোতে সরকারি কর্মচারীগণ বাজার ব্যবস্থার সাথে তাল মিলাতে না পেরে দুর্বিষহ দিনাতিপাত করছে। ফলে যৌক্তিক বেতন কাঠামোসহ একটি নতুন পে স্কেল প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সবকিছু বিবেচনা করে ২০২৫ সালের ৯ম পে স্কেলে বেতন কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) ধরা যেতে পারে ২.১২-৩.১২। ফলে বেতনের অনুপাত হবে নিম্নরূপ:

(ক) গ্রেড ২০ : গ্রেড ০৯ = ১ : ২.১৯

(খ) গ্রেড ২০ : গ্রেড ০১ = ১ : ৬.৪১

(গ) গ্রেড ২০ : সুপার গ্রেড = ১ : ৭.৭৫

৪.২.১ প্রস্তাবিত ইনক্রিমেন্ট:

বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হবে নির্ধারিত পরিমাণ, যা সকল গ্রেডের জন্য ৩০০০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এর ফলে নিম্ন গ্রেডের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির বৈষম্য দুর হবে।

৪.২.২ প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো (ধাপসহ):

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) ২.১২-৩.১২ ধরে নিম্নরূপ বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে।

গ্রেড	জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫	প্রস্তাবিত জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৫
২০	৮২৫০-২০০১০	২৫৮০০-৫৫৮০০
১৯	৮৫০০-২০৫৭০	২৬৯০০-৫৬৯০০
১৮	৮৮০০-২১৩১০	২৮১০০-৫৮১০০
১৭	৯০০০-২১৮০০	২৯৫০০-৫৯৫০০
১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৩১০০০-৬১০০০
১৫	৯৭০০-২৩৪৯০	৩২৮০০-৬২২০০
১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৩৪৯০০-৬৪৯০০
১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৩৭৮০০-৬৭৮০০
১২	১১৩০০-২৭৩০০	৪০৫০০-৭০৫০০
১১	১২৫০০-৩০২৩০	৪৪১০০-৭৪১০০
১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৫০২০০-৮০২০০
০৯	২২০০০-৫৩০৬০	৬০৮০০-৯০৮০০
০৮	২৩০০০-৫৫৪৭০	৬২৫০০-৮২৫০০
০৭	২৯০০০-৬৩৪১০	৭১১০০-১০১১০০
০৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	৮১৫০০-১১১৫০০
০৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৯৮১০০-১২৮১০০
০৪	৫০০০০-৭১২০০	১১৩৩০০-১৪৩৩০০
০৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১২৫১০০-১৫৫১০০
০২	৬৬০০০-৭৬৪৯০	১৪২২০০-১৬৩২০০
০১	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	১৬৫৫০০-১৮০৫০০

শর্তাবলী:

(ক) প্রতি বছর জুলাই মাসের ০১ তারিখ থেকে ইনক্রিমেন্ট কার্যকর হবে।

(খ) প্রথম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তির জন্য চাকরিকাল ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস হতে হবে। ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তির জটিলতা এড়ানোর জন্য চাকরিতে যোগদানের সময় জুলাই মাসের ০১ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের জন্য জানুয়ারি মাসের ০১ তারিখ থেকে জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা পরিহার করতে হবে

(গ) একজন কর্মচারী কোনো বেতন গ্রেডের শেষ ধাপে পৌছানোর পর পরবর্তী পদোন্নতির আগ পর্যন্ত ৫% হারে ইনক্রিমেন্ট পাবে।

৪.২.৩ প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো (ধাপসহ) (উপসচিব ও তদূর্ধ্ব):

সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগনের জন্যে স্বতন্ত্র উচ্চতর বেতন কাঠামো করা আবশ্যক। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চের সিভিল আপিল নম্বর: ২৯৪-২৯৮/২০০৩-এ প্রদত্ত রায়ে উপসচিব এবং তদূর্ধ্ব পদগুচ্ছকে সকল ক্যাডার সার্ভিস হতে উচ্চতর অধিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপসচিব এবং তদূর্ধ্ব পদসমূহ সরকারের পদ। অন্যান্য দেশে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা সিভিল সার্ভিসকে স্বতন্ত্র অবস্থান এবং উচ্চতর বেতন স্কেল ও সুবিধাদি প্রদান করা হয়। সে বিবেচনায় উপসচিব এবং তদূর্ধ্ব পদগুলোকেও স্বতন্ত্র উচ্চতর স্কেল প্রদান করা উচিত। মাজদার হোসেন মামলার রায়ের পরে জুডিশিয়াল সার্ভিসককে স্বতন্ত্র বিবেচনায় বিচার কর্মবিভাগের জন্যও আলাদা স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের জন্যও একটি স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর যৌক্তিকতা রয়েছে এবং তাদের জন্য নিম্নরূপ বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো

প্রস্তাব ১

প্রস্তাবিত গ্রেড	সরকারের পদ	প্রস্তাবিত জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৫
৪	উপসচিব	১১৩৩০০-১৪৩৩০০
২	যুগ্মসচিব	১৪২২০০-১৬৩২০০
১	অতিরিক্ত সচিব	১৬৫৫০০-১৮০৫০০
সুপার গ্রেড	সচিব	১৭৫৫০০-১৮৭৫০০
সুপার গ্রেড	সিনিয়র সচিব	১৮৮০০০ (নির্ধারিত)
স্পেশাল গ্রেড	মুখ্য সচিব ও ক্যাবিনেট সচিব	১৯৫০০০ (নির্ধারিত)

প্রস্তাব ২

প্রস্তাবিত গ্রেড	সরকারের পদ	প্রস্তাবিত জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৫	মন্তব্য
সুপার গ্রেড	উপসচিব	১২৩৩০০-১৬১৩০০	
সুপার গ্রেড	যুগ্মসচিব	১৫০১০০-১৭৩২০০	
সুপার গ্রেড	অতিরিক্ত সচিব	১৬৭২০০-১৮৫৫০০	
স্পেশাল গ্রেড	সচিব	১৭৭৫০০-১৮৭৫০০	
স্পেশাল গ্রেড	সিনিয়র সচিব	১৮৭৫০০ (নির্ধারিত)	
স্পেশাল গ্রেড	মুখ্য সচিব ও ক্যাবিনেট সচিব	১৯৭৫০০ (নির্ধারিত)	

উপসচিব এবং তদূর্ধ্ব পদসমূহ সরকারের পদ। অন্যান্য দেশে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা পদসমূহের জন্য স্বতন্ত্র অবস্থান এবং উচ্চতর বেতন স্কেল ও সুবিধাদি প্রদান করা হয়। এজন্য প্রত্যেক সুপার গ্রেডে সমমানের গ্রেড হতে ২৫,০০০ টাকা যোগ করে প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক স্পেশাল গ্রেডে পূববর্তী গ্রেড হতে ১০,০০০ টাকা যোগ করে প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। পেনশন ও গ্র্যাচুইটি

অবসরভোগী/পেনশনভোগীদের ভবিষ্যত জীবন অধিকতর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ করার জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটি (আনুতোষিক) নিম্নরূপে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

পেনশন		গ্র্যাচুইটি (আনুতোষিক)	
বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
২১%-৯০%	২৩%-১০০%	২৬৫/২৬০/২৪৫/২৩০গুণ	৩০০/২৯০/২৮০/২৭০গুণ

উল্লেখ্য যে, স্বেচ্ছায় অবসর গমনের চাকরিকাল হবে ১৫বছর এবং বাধ্যতামুলক অবসরপ্রদানের চাকরিকালহ হবে ২৫ (পঁচিশ) বছর। পেনশন টেবিলটি নিম্নরুপ হতে পারে-

ক্রমিক নম্বর	পেনশনযোগ্য চাকরিকাল (ক)	পেনশনের হার (শেষ বেতনের শতাংশ) (খ)	মাসিক পেনশনের হার (গ)	বাড়ি ভাড়া ভাতা	জীবনযাপন ভাতা
১	৫ বছর	২৩%	(খ) এর ৫০%	(গ) এর ২৫% (উপরের সুপারিশ অনুযায়ী)	(গ) এর ৫০% (উপরের সুপারিশ অনুযায়ী)
২	৬ বছর	২৫%			
৩	৭ বছর	২৮%			
৪	৮ বছর	৩২%			
৫	৯ বছর	৩৪%			
৬	১০ বছর	৪৫%			
৭	১১ বছর	৫০%			
৮	১২ বছর	৫৪%			
৯	১৩ বছর	৫৮%			
১০	১৪ বছর	৬২%			
১১	১৫ বছর	৭০%			
১২	১৬ বছর	৭৪%			
১৩	১৭ বছর	৭৮%			
১৪	১৮ বছর	৮২%			
১৫	১৯ বছর	৮৬%			
১৬	২০ বছর	৯০%			
১৭	২১ বছর	৯০%			
১৮	২২ বছর	৯০%			
১৯	২৩ বছর	৯০%			
২০	২৪ বছর	৯০%			
২১	২৫ বছর ও এর উর্ধ্বে	১০০%			

বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১। বাড়ি ভাড়া ভাতা

১.১ বিদ্যমান হার

মূল বেতন	মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৯৭০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ৯৭০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০
টাকা ৩৫৫০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০

১.২ সুপারিশ

১.২.১ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় বাড়ি ভাড়া ভাতার হারের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান বাড়ি ভাড়া ভাতার কাঠামোকে পরিবর্তন করে বাড়ি ভাড়া ভাতাকে দু'টি ভাতায় রূপান্তর করা যেতে পারে। যেমন- ১) বাড়ি ভাড়া ভাতা- ২০% এবং ২) জীবনযাপন ভাতা- ৪০%। এতে করে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে অফিসাররা সরকারি বাসায় থাকা শ্রেয়তর মনে করবে এবং সরকারি বাসা খালি থাকবে না। সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে।

১.২.২ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জরাজীর্ণ সরকারি ভবনে থাকার জন্যে বাড়ি ভাড়া ভাতা খরচ না করে প্রাইভেট বাসা নেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সরকারি আবাসনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পুরনো আবাসনগুলোর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পাশাপাশি, সরকারি আবাসনে কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ- ১৭ (২) – এ বর্ণিত, "যে সকল কর্মচারী সরকারী বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।" বিধানটি বিলোপ করে, সকল কর্মচারিকে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদান করা যায়।

১.২.৩ বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন-কে ব্যয়বহুল এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

☐

২। চিকিৎসা ভাতা

২.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে সকল সরকারি কর্মচারী ও ৬৫ বছরের কম বয়সী অবসরভোগীগণ মাসিক ১৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী অবসরভোগীগণ মাসিক ২৫০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা পাচ্ছেন।

২.২ সুপারিশ

২.২.১ বর্তমানে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি, প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়, রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা, হাসপাতাল/ক্লিনিকের চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি বাবদ সাধারণভাবে যে খরচ হয় সে তুলনায় প্রদত্ত চিকিৎসা ভাতা অপ্রতুল।

২.২.২ সরকারি কর্মচারী ও ৬৫ বছরের কম বয়সী অবসরভোগীদের মাসিক ৫০০০ টাকা এবং ৬৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী অবসরভোগীগণ মাসিক ৭৫০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

২.২.৩ প্রতিবন্ধী সন্তানদের থেরাপি (অকুপেশনাল, স্পিচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ ও ফিজিক্যাল থেরাপি) প্রদানের জন্য প্রতি প্রতিবন্ধী সন্তান বাবদ মাসিক প্রায় ১০০০০-২০০০০ টাকা খরচ করতে হয়।প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে সরকারি কর্মচারী ও ৬৫ বছরের কম বয়সী অবসরভোগীদের মাসিক ১০,০০০/- টাকা এবং ৬৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী অবসরভোগীদের মাসিক ১২,৫০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। দু'টি (২টি) প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে সরকারি কর্মচারী ও ৬৫ বছরের কম বয়সী অবসরভোগীদের মাসিক ১৫,০০০/- টাকা এবং ৬৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী অবসরভোগীদের মাসিক ১৭,৫০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

২.২.৪ চিকিৎসা ভাতার পাশাপাশি সরকার ও সরকারি কর্মচারীর যৌথ উদ্যোগ ওঅর্থায়নে সরকারি কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা এবং জীবন বীমার আওতায় আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, প্রদত্ত কর্মচারীর চাকুরির বয়সভেদে কো-প্রিমিয়াম-এর পরিমাণ নির্ধারন করে দিতে পারে, যেখানে সরকার ন্যূনতম ১,০০০ টাকা ও কর্মচারীও সমপরিমাণ ১,০০০ টাকা প্রদান করতে পারে। এতে করে প্রতি অর্থবছর ৩,৫০০ কোটি টাকার বেশি প্রিমিয়াম আদায় করা সম্ভবপর, যে তহবিল বীমা কোম্পানি সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীর স্বাস্থ্য বীমা নিশ্চিত করতে পারে। বীমার পরিমাণ (স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা এবং জীবন বীমা) সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিরমাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের জন্য উক্ত যৌথবীমা স্কীম চালু করা যেতে পারে। অথবা সিলিংসহ ক্যাশলেস হেলথ কার্ড প্রদান করা যেতে পারে। নিজের ও পরিবারের জন্য বাৎসরিক লিমিট ৫০,০০০ টাকা।

৩। যাতায়াত ভাতা

৩.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত জাতীয় বেতনস্কেলের ১১ নম্বর হতে ২০ নম্বর গ্রেডের কর্মচারীদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির কারণে যাতায়াত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই প্রচলিত যাতায়াত ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে।

৩.২ সুপারিশ

৩.২.১ বেতন গ্রেড-১০ এর কর্মচারীগণকে যাতায়াত ভাতার প্রাপ্যতায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে বিভাগীয় শহর ও অন্যান্য স্থানের জন্যও যাতায়াত ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.২.২ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ও বিভাগীয় শহরে কর্মরত বেতন স্কেলের ১০ নম্বর হতে ২০ নম্বর গ্রেডের কর্মচারীদেরক্ষেত্রে প্রচলিত যাতায়াত ভাতা মাসিক ৩০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩.২.৩ অন্যান্য এলাকার জন্য ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪। সার্বক্ষনিক গাড়ি সেবা ও এর নগদায়ন

৪.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম প্রদান এবং গাড়ি সেবা নগদায়নের নীতিমালার আওতায় সরকারের নিকট হতে গাড়ি সেবা গ্রহণের পরিবর্তে ক্রয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন- রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন সুদমুক্ত অগ্রিম হিসাবে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পান। এছাড়া, তিনি গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে সার্বিক পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা পান।

৪.২ সুপারিশ

৪.২.১ গাড়ি আমদানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত বিধায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও মূল্যস্ফীতির সাথে গাড়ির মূল্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার মূল্য প্রায় ৪৫% হ্রাস পেয়েছে। ফলতঃ গাড়ির মূল্য ৩০%-৪৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।২০১৬ সালের প্রণীত নীতিমালায় নির্ধারিত সুদমুক্ত ঋণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা বর্তমানে বাজারদরের তুলনায় অপর্যাপ্ত। উল্লেখ্য, বিগত ২০২৪ সালে অর্থবিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ হতে ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৬.২৬.০০৩.২২-৪৯৪ নম্বর স্মারকে সরকারি প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানির জন্য বাজারদর বিবেচনায় যানবাহনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।তন্মধ্যে, অনুর্ধ্ব ১৬০০ সিসি কারের মূল্য (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা। তাই, বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে সুদমুক্ত অগ্রিম হিসাবে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

৪.২.২ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সার্বিক পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ গাড়ি রক্ষনাবেক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ মাসিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

৪.২.৩ বিদ্যমান নীতিমালায় উপসচিব হিসেবে তিন বছর চাকরিকাল পূর্ণ হলে একজন কর্মকর্তা গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম প্রাপ্য হন। এ বিধানের বদলে গাড়িক্রয়ের জন্যে ঋণ প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সার্ভিসে ন্যূনতম ১৩ বছর চাকরিকাল সম্পন্নকারী সরকারের উপসচিব হতে হবে।

৪.২.৪ বিদ্যমান নীতিমালায় ৮ বছর অবচয় সুবিধা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ, ৮ বছরান্তে ঋণে ক্রয়কৃত গাড়ির সম্পদমূল্য শূন্য হিসেবে বিবেচিত হয়। গাড়ির সুদমুক্ত ঋণ সাধারণত ১০ বছরে ১২০টি কিস্তি প্রদান শেষ হলেও বিদ্যমান বাস্তবতায় কর্মকর্তার চাকুরিকাল আরও ৮-১০ বছর পর্যন্ত থাকার সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় গাড়ির অবচয় শেষ বা কিস্তি পরিশোধ সম্পন্ন হলে কর্মকর্তার চাকুরিকাল ন্যূনতম ৪/৬ বছর থাকলেউক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে গাড়ি নগদায়ন সুবিধার আওতায় ২য় ঋণের আওতায় পুনরায় গাড়ি নগদায়ন সুবিধা চালু করা যেতে পারে।

৫। শিক্ষা সহায়ক ভাতা

৫.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদেরকে ১ (এক) সন্তানের ক্ষেত্রে মাসিক ৫০০ টাকা এবং ২ (দুই) সন্তানের ক্ষেত্রে ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়।

৫.২ সুপারিশ

৫.২.১ সকল শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য সন্তানের বয়স ২৫ বছর পর্যন্ত সন্তানপ্রতি মাসিক ২,৫০০ টাকা এবং দুই সন্তানের ক্ষেত্রেসর্বোচ্চ মাসিক বর্তমান ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫,০০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে।

৫.২.২ প্রতিবন্ধী সন্তানদের শিক্ষার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোতে পড়াশোনা করাতে একটা মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হয়। দেখা গেছে, সর্বনিম্ন স্কুল ফি দশ হাজার টাকা , এবং সেশন ফি হিসেবে প্রায় ৫০০০০/-টাকা প্রদান করতে হয়। সেক্ষেত্রে, কর্মকর্তার প্রতিবন্ধী সন্তানের ক্ষেত্রে ১টি প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য প্রতি মাসিক ৫০০০ টাকা ধরে দুই সন্তানের ক্ষেত্রে ৭৫০০/-, দুইটি প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য মাসিক ১০,০০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা দেওয়া যেতে পারে।

৬। শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা

৬.১ বিদ্যমান হার

৬.১ Bangladesh Service (Recreational Allowance Rules, 1979 অনুসারে সরকারি কর্মচারীগণ প্রতি তিন বছর অন্তর ন্যূনতম ১৫ দিনের ছুটিসহ এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা পান।

৬.২ সুপারিশ

৬.২.১ কর্মদক্ষতা ও প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধির জন্য সকল শ্রেনির সরকারি কর্মচারীকে বর্তমানে প্রচলিত প্রতি ৩ (তিন) বছরের স্থলে প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর ১৫ দিনের গড় বেতনে অর্জিত ছুটিসহ ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

৭। কার্যভার ভাতা

৭.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার মূল বেতনের ১০ শতাংশ হারে সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা কার্যভার ভাতা প্রদানের বিধান রয়েছে।

৭.২ সুপারিশ

কার্যভার ভাতার শতকরা হার ১০ শতাংশে রেখে এর সর্বোচ্চ সীমা মাসিক বর্তমান ১,৫০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা যেতে পারে।

৮। পরিচারক ভাতা

৮.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী সরকারের সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে মাসিক ৩,০০০ টাকা হারে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স (গৃহকর্মী ভাতা)-এর প্রাপ্যতা রয়েছে। তবে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০১৭.১৫-১৬০৭ নম্বর পরিপত্র অনুযায়ী ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স (গৃহকর্মী ভাতা) গ্রহণ না করার শর্তে মাসিক ১৬,০০০ টাকা 'কুক এলাউন্স' ও মাসিক ১৬,০০০ টাকা 'সিকিউরিটি এলাউন্স'-এর প্রাপ্যতা রয়েছে।

৮.২ সুপারিশ

৮.২.১ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত সকল পর্যায়ের কমিশন্ড অফিসারসহ জেসিও হতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অনারারি কমিশন্ড অফিসারদের জন্য ব্যাটম্যান ভাতা প্রদেয় হলেও সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ৯ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের অনুরূপ কোনো ভাতা নেই। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক ব্যবস্থা একক পরিবারভিত্তিক হওয়ায় ও বাংলাদেশের সকল জায়গায় পদায়িত হবার ফলে ব্যাটম্যানের অনুরূপ পরিচারকের সেবা গ্রহণ ব্যতীত দৈনন্দিন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব দাপ্তরিক কার্যক্রমেও পরিলক্ষিত হয়। তাই, গৃহকর্মী ভাতা বা ডোমেস্টিক এইড এলাউন্সের নাম পরিবর্তন করে পরিচারক ভাতা করা যেতে পারে।

৮.২.২ পরিচারক ভাতার প্রাধিকারে গ্রেড-৯ হতেগ্রেড -১-এর কর্মকর্তাগনকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পরিচারক ভাতার পরিমান নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	পদবি/মর্যাদা	বিদ্যমান মাসিক ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স (গৃহকর্মী ভাতা)	সুপারিশকৃত মাসিক পরিচারক ভাতা (টাকায়)
১.	সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	৩,০০০ টাকা ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স, অথবা ১৬,০০০ টাকা 'কুক এলাউন্স' ও ১৬,০০০ টাকা 'সিকিউরিটি এলাউন্স'	২০,০০০ টাকা 'কুক এলাউন্স' ও ২০,০০০ টাকা 'সিকিউরিটি এলাউন্স'
২.	গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-১ পর্যন্ত	-	১০,০০০
৩.	গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-৪ পর্যন্ত	-	৬,০০০

৯। আপ্যায়ন ভাতা

৯.১ বিদ্যমান হার

বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাসিক ২,০০০ টাকা, মুখ্য সচিব ১,২০০ টাকা, সচিবগণ মাসিক ১,০০০ টাকা, অতিরিক্ত সচিবগণ মাসিক ৯০০ টাকা এবং যুগ্মসচিব ও অন্যান্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মাসিক ৬০০ টাকা হারে আপ্যায়ন ভাতা পেয়ে থাকেন।

৯.২ সুপারিশ

৯.২.১ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রধান সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ফলে নিয়মিতভাবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভিআইপিদের আপ্যায়ন করা প্রয়োজন হয়। স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনায় আপ্যায়ন একটি আবশ্যিক কার্যক্রম। তাই, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের জন্য আপ্যায়ন ভাতা চালু করা যেতে পারে।

৯.২.২ আপ্যায়ন ভাতার বিদ্যমান হার বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ কাঠামোটি নিম্নরূপ হতে পারে।

ক্রমিক নং	পদবি/মর্যাদা	বিদ্যমান আপ্যায়ন ভাতা (টাকায়)	সুপারিশকৃত মাসিক আপ্যায়ন ভাতা (টাকায়)
১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মুখ্য সচিব	২০০০/১২০০	৭,০০০
২.	সিনিয়র/সচিব/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	১০০০	৬,০০০
৩.	অতিরিক্ত সচিব/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৯০০	৫,৫০০
৪.	যুগ্মসচিব/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৬০০	৫,০০০
৫.	উপসচিব ও অন্যান্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	৪,০০০
৬.	জেলা প্রশাসক	-	৭০০০
৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	৫০০০

১০। সমন্বয় ভাতা

১০.১ বিদ্যমান হার

মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণকে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ও সমন্বয়ের জন্যে সকল দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হয়। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ, এমনকি সশরীরে যেয়েও এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। অফিস সময়ের বাইরে এবং সরকারি ছুটির দিনেও তাদের সার্বিক সমন্বয়ের কাজ করতে হলেও এর জন্যে তারা কোনো ভাতা পান না।

১০.২ সুপারিশ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তার জন্যে মূল বেতনের ২০% সমন্বয় ভাতা চালু করা যেতে পারে।

১১। আবাসিক টেলিফোন ও মোবাইল ফোন সুবিধা

১১.১ বিদ্যমান হার

১১.১.১ বর্তমানে সাধারণভাবে সচিবালয়ে কর্মরত জাতীয় বেতন স্কেলে নবম থেকে ষষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ৫০ শতাংশ, পঞ্চম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মকর্তা এবং সচিবালয়ের বাইরে ষষ্ঠ গ্রেডের ৫০ শতাংশ কর্মকর্তা ও দপ্তর প্রধানগণ সরকারি খরচে বাসভবনে আবাসিক টেলিফোন ব্যবহারের সুবিধা পান। সচিব ও সচিব পদমর্যাদার নির্ধারিত কর্মকর্তা ব্যতিত আবাসিক টেলিফোন সুবিধার প্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তার নির্ধারিত কলসীমা পর্যন্ত টেলিফোন বিল সরকার হতে পরিশোধিত হয়। নির্ধারিত কলসীমার অতিরিক্ত টেলিফোন বিল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বহন করতে হয়।

১১.১.২ বর্তমানে সাধারণভাবে উপসচিব ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের এবং অন্যান্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ মাসিক ১০০০-১৫০০ টাকা হারে মোবাইল ফোন ভাতা সুবিধা পান।

১১.২ সুপারিশ

১১.২.১ আবাসিক টেলিফোন সুবিধার বর্তমান নিয়ম চালু রাখা যেতে পারে।

১১.২.২ বর্তমানে দাপ্তরিক কাজে ব্যাপকভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সকল কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন স্তরভিত্তিক মোবাইল ফোন ভাতা প্রদান করা সমীচীন। বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ স্তরভিত্তিক মোবাইল ফোন ভাতা নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	বেতন স্কেল/গ্রেড	বিদ্যমান মাসিক মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ভাতা (টাকায়)	সুপারিশকৃত মাসিক মোবাইল ও ইন্টারনেট ফোন ভাতা (টাকায়)
১.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের ১৬-২০তম গ্রেড	-	৫০০
২.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের ১১-১৫তম গ্রেড	-	৮০০
৩.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম-৬ষ্ঠ গ্রেড	-	১২০০
৪.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের ৫ম-৪র্থ গ্রেড	১০০০	২০০০
৫.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের ৩য়-২য় গ্রেড	১৫০০	২৫০০
৬.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড-১	১৫০০	৩০০০
৭.	বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের সচিব ও তদুর্ধ্ব	১৫০০	৩৫০০

১২। বদলি ব্যয়

১২.১ বিদ্যমান হার

অর্থ বিভাগের ১৪ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০০৭.১৫(অংশ-২)-৭৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সকল কর্মচারী দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হচ্ছেন।

১২.২ সুপারিশ

দৈনিক ভাতা ও ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান হার চালু রাখা যেতে পারে। তবে, বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা বাস্তবপ্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানে বদলির কারণে বাসা বদলানোর বাস্তব খরচের তুলনায় বদলি ব্যয় ৪ ভাগের ১ ভাগ পাওয়া যায়। এ হার পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

১৩। ঝুঁকি ভাতা

১৩.১ বিদ্যমান হার

বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স ইত্যাদি বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য বিশেষ ভাতা বিভিন্ন হারে চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর জন্য অনুরূপ ঝুঁকি ভাতা/ বিশেষ ভাতার সংস্থান রয়েছে। অথচ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান যেমন – মৎস্য অভিযান, অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান, কৃষিজমির মাটি কর্তনের বিরুদ্ধে অভিযান, মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করলেও তাদের জন্যে কোন ঝুঁকিভাতা নেই। সাম্প্রতিককালে, অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটদের আহত হবার ঘটনা অহরহ ঘটছে।

১৩.২ সুপারিশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্যে মাসিক ৫,০০০ টাকা ঝুঁকিভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

১৪। সিভিল সার্ভিস ভাতা

১৪.১ বিদ্যমান হার

প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতার অনুরূপ একটি সিভিল সার্ভিস ভাতা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এতে করে সিভিল কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, সামরিক কর্মচারীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

১৪.২ সুপারিশ

১৪.২.১ যে সকল সিভিল বা অসামরিক কর্মচারী তাঁর সার্ভিসের জন্য কোন বিশেষ ভাতা/ঝুঁকি ভাতা প্রাপ্য হন না তাঁদের জন্য সিভিল সার্ভিস ভাতা প্রযোজ্য হবে। ১০-২০ গ্রেডপর্যন্ত কর্মচারীগণ কোন অধিকাল ভাতা/ঝুঁকি ভাতা/বিশেষ ভাতা বা তদরূপঅন্য কোন নামীয় ভাতা উক্ত কর্মচারীগণ তাঁদের সার্ভিস এর জন্য প্রাপ্ত না হলে তিনি চাকুরির বয়স ও গ্রেড ভিত্তিক সিভিল সার্ভিস ভাতা পাবেন, যা প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতার অনুরূপ হবে।

১৪.২.২ প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতার অনুরূপ ১০-২০ গ্রেডপর্যন্ত কর্মচারীগন কোন বিশেষ ভাতা/অধিকাল ভাতা/ঝুঁকি ভাতা বা অন্য কোন নামীয় ভাতা তাঁর কৃত সার্ভিস-এর জন্য প্রাপ্ত না হলে তিনি চাকুরির বয়স ও গ্রেড ভিত্তিক নিম্নরূপ সিভিল সার্ভিস ভাতা পাবেন।

১৪.২.৩ এই সিভিল সার্ভিস ভাতার পরিমাণ প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতার সমান ও চাকুরির বয়স ও গ্রেড ভিত্তিক অনুরূপ হবে।

১৫। রেশন সুবিধা/রেশন ভাতা

১৫.১ বিদ্যমান হার

সচিবালয়ের কর্মচারি ও জেলা প্রশাসনের কর্মচারিদের পক্ষ হতে রেশন সুবিধা প্রদানের জন্য দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। ইতঃপূর্বে সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনী ও দপ্তরে কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক বাহিনী ও অফিসের সদস্যগণ অবসর পরবর্তী আজীবন রেশন সুবিধা বা রেশন ভাতাও প্রাপ্য হচ্ছেন। বিদ্যমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে সরকারি সিভিল কর্মচারিগণকে, বিশেষতঃ গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-২০ পর্যায়ের কর্মচারিগণের জন্য রেশন সুবিধা/রেশন ভাতা প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সিভিল প্রশাসনের সকল কর্মচারীকে রেশন ভাতা/ রেশন সুবিধার আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।

১৫.২ সুপারিশ

১৫.২.১ যাচাই-বাছাইক্রমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন সুবিধা/রেশন ভাতা চালু করা যেতে পারে।

১৫.২.২ সকল পর্যায়ে রেশন সুবিধার পরিবর্তে রেশন ভাতা প্রদান করা হলে ইকনমিক এফিশেয়ন্ট হবে। এতে করে অপচয় হ্রাস পাবে ও সরকারি খাদ্য ক্রয় প্রক্রিয়ার অদক্ষতা দূর হবে।

---

iনোট ও অনুমান

১. সকল ক্ষেত্রে উল্লিখিত গ্রেড বলতে জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫ কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতন স্কেল অনুযায়ী সাবস্টেনটিভ গ্রেড বুঝাবে।

২. গ্রেড ভিত্তিক বেতন স্কেল-এর পরিমাণ বিগত ১০ বছরের মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বিত করে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

৩. প্রতিরক্ষা সার্ভিসের তুলনায় আর্থিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের অনুকূলে যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলীর আলোকে সমতুল্য কয়েকটি ভাতা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, যাসামরিকবাহিনীরসদস্যগণেরজন্যপ্রযোজ্যহবেনা।

৪. কতিপয় ভাতাবর্তমানে উচ্চতর গ্রেডে প্রদান করা হলেও নিম্নতর গ্রেডে প্রদান করা হয় না, এমন একাধিক ভাতার ক্ষেত্রে নিম্নতর গ্রেডের কর্মচারীদের প্রাধিকারভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

৫. বেতন স্কেল বহির্ভূত কয়েকটি আর্থিক সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে, যা পরবর্তী বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

৬. ২০২৫-২৬ ও পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে প্রযোজ্য নতুন কর কাঠামোতে বেতনের উপর করের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে এবং মূল বেতন বৃদ্ধি পেলেও তার প্রকৃত সুফল কর্মচারী পাবে না। এ বিবেচনায় প্রচলিত ও নতুন প্রস্তাবিত ভাতাসমূহের হার/পরিমাণ বৃদ্ধি প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল বেতনের পরিমাণ তুলনামূলক কম বৃদ্ধি পেলেও ভাতার পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হবে।